দৈনিক বাংলা

001

তারিখ ... 5.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

টিভি না বই ?

সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রাইমারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের অভ্যাসগুলো জানার জন্যে এক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় দেখা যায় শিশুদের কাছে বইয়ের চেয়ে টিভি অনেক প্রিয়। কেউ কিছু বেশি সময় ধরে টিভি দেখে কেউ বা হয়ত কম দেখে কিন্তু যারা টিভি দেখতে পায় তাদের অধিকাংশের কাছে টিভি অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

এরই পাশাপাশি পাঠাভ্যাস সংক্রান্ত জরীপে জানা গেছে অধিকাংশ শিশুই পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোন বই পড়ে না। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও অবশ্যই একটা ভূমিকা আছে। অনেক অভিভাবকই শিশুদের বই কিনে দেন না। নিজেরাও বড় একটা বই পড়েন না। শিশুদের বইয়ের জন্যে উপহার অথবা বন্ধু-বান্ধবের বইয়ের স্টকের ওপর নির্ভর করতে হয়।

শিশুরা বই পড়ার চেয়ে টিভি দেখতে ভালবাসে এ অবশ্য কোন বিস্ময়কর আবিষ্কার নয়। শুধু শিশু কেন প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা খুব সম্ভব বই পড়ার চেয়ে টিভি দেখতেই পছন্দ করবেন। কারণ এটাই সহজ প্রবণতা। তবে শিশুদের অভ্যাসগুলি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে। তারা কতক্ষণ টিভি দেখবে, কতক্ষণ বই পড়বে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং করা দরকারও।

এ যুগের শিশুদের টিভি দেখা তো একেবারে বন্ধ করা যাবে না। তার প্রয়োজনও নেই। টিভি দেখার সব ফলাফলই খারাপ তা বলা যাবে না। পাশ্চাত্যে টিভি দেখে যেসব শিশু তাদের এবং যারা দেখে না তাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে জরীপ নেয়া হয়েছে দেখা গেছে যারা টিভি দেখে তাদের আইকিউ কিছু বেশি। অর্থাৎ টিভির পর্দা থেকেও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সম্ভব যা শিশুদের বুদ্ধি বিকাশে সহায়তা করতে পারে। তবে অতিরিক্ত টিভি দেখা যে পড়াশুনায় বাধা দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বাছাই করা কিছু প্রোগ্রাম শিশুদের দেখতে দেয়া উচিত। তাদের পড়ার, খেলার এবং ঘুমের সময়ও সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

শিশুদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে চাইলে সে জন্য পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ থাকতে হবে। শিশুদের বই কিনে দিতে হবে। শিশুদের বই পড়তে অনুপ্রেরিত করার চেষ্টা করতে হবে। তবে শিশুরা শুধু বই পড়বে এমন আশাতো করা যায় না। তারা বই পড়বে, খেলবে, টিভিও দেখবে। সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়াই আসল কথা।